সোনাভান শাহ গরীবুল্লাহ

আলোচ্য বিষয় সূচি

১। পুথিসাহিত্যের প্ররিপ্রেক্ষিত, প্রবণতা ও সোনাভান কাব্য

২। অসামান্য জনপ্রিয়তার সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান

৩। সোনাভান কাব্যে নারীর স্বাধিকার ভাবনার প্রতিবিম্বন

৪। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, অসম্প্রীতির অনুষঙ্গ

৫। ভাষারীতি

উত্তর-সংকেত

১। পুথিসাহিত্যের প্ররিপ্রেক্ষিত, প্রবণতা ও সোনাভান কাব্য

ক) পুথিসাহিত্য আরবি, ফারসি শব্দ বহুল ভাষারীতি আশ্রয়ী, বিশেষ আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে উদ্ভূত ও গোটা উনিশ শতক জুড়ে মুখ্যত বাংলার মুসলমান সমাজে প্রচলিত, মুসলমানী জাতীয়তাবাদ নির্ভর, মুসলমান সমাজে অসামান্য জনপ্রিয় বিশেষ রীতির আখ্যান কাব্য।

খ) পরিপ্রেক্ষিত ক্লাসে আলোচনা করা হয়েছে, অডিওতে আবারও বলা হবে।

গ) প্রবণতা ক্লাসে আলোচনা করা হয়েছে, অডিওতে আবারও বলা হবে।

ঘ) পুথিসাহিত্যের ধারায় সোনাভান এর অবস্থান ও গুরুত্ব

১) পুথিসাহিত্য ধারার শ্রেষ্ঠ কবি শাহ গরীবুল্লাহ। সোনাভান কবি গরিবুল্লাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যকৃতি।

২) সমকালে সোনাভান কাব্যটি অসামান্য জনপ্রিয় হয়েছিল।

৩) পুথিসাহিত্যের সাধারণ রীতি অনুসারে এখানে ঐশ্লামিক জাতীয়তাবাদের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণ আছে।

৪) কাব্যের ভাষারীতি পুথিসাহিত্য সুলভ।

৫) পুথিসাহিত্য এমনিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুরে সিক্ত রচনা। তবে সোনাভান সেদিক থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম। এখানে ঐশ্লামিক জাতীয়তাবাদের উচ্চারণ স্থানে স্থানে সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতির প্রতিবেশ রচনা করেছে।

৬) কবি গরীবুল্লাহ-র মধ্যে এননিতে সাম্প্রদায়িক মননের তেমন কোনো প্রকাশ নেই। তাঁর অপরাপর কাব্যে সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শ শূন্য রচনা। (জঙ্গনামা, সত্যপীরের পাঁচালী প্রভৃতি) এই অবস্থায় সোনাভান এ প্রতিবিম্বিত সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টি আলাদা করে কবিতে বর্তায় না বলেই মনে হয়। কাব্যের বিষয় ও সমকালীন যুগপরিবেশের জন্য এমন বিচ্যুতি ঘটেছে বলে বলা যায়।

২। অসামান্য জনপ্রিয়তার সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান

ক) কাব্য বিষয়ক সাধারণ পরিচিতি

খ) জনপ্রিয়তা বিষয়ক পরিসংখ্যান (তপন দত্তের প্রবন্ধ থেকে সাহায্য নাও)

গ) জনপ্রিয়াতার সম্ভাব্য কারণ--

১. আকর্ষণীয় কাহিনি

২. পলাশির যুদ্ধের সূত্রে মুসলমান সমাজের ভাগ্য বিপর্যয়--এই প্রেক্ষিতে হিন্দু-মুসলমান সমাজের সামাজিক সমীকরণ--তার প্রেক্ষিত উচ্চারিত ঐশ্লামিক জাতীয়তাবাদ--মুসলিম সমাজে জনপ্রিয় হওয়ার বিশেষ কারণ।

৩। কাব্যগুণ--কাব্যটি স্থানে স্থানে রীতিমতো কাব্যরসে সিক্ত

৪। ভাষারীতি

৫। সংক্ষিপ্ত কলেবর

৩। সোনাভান কাব্যে নারীর স্বাধিকার ভাবনার প্রতিবিম্বন

ক) মেয়েদের স্বাধিকারের বিষয়টি এমনিতে উনিশ শতকীয় ধারণা। তবে এর প্রায়োগিক রূপের প্রতিবিম্বন প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে রয়েছে।--ধর্মমঙ্গল কাব্যের নারী চরিত্র, ময়মনসিংহ গীতিকার নারী চরিত্র এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে প্রাগাধুনিক বাংলা সহিত্যে রয়েছে নারী চরিত্রের উজ্জ্বল উপস্থিতি।

খ) প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে নারী চরিত্রের এই অগ্রসর অবস্থানের সম্ভাব্য কারণ অনেক কিছু হতে পারে--প্রাক্ আর্য যুগে বঙ্গদেশে তো বটেই, ভারতবর্ষেও অনার্য জাতি-সংস্কৃতির অপ্রতিহত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। অনার্য জাতি ছিল মাতৃতান্ত্রিক। এই মাতৃতান্ত্রিকতার ছায়াপাত থাকতে পারে। তাছাড়া আর্য যুগের প্রথম পর্বে ভারতীয় সমাজে মেয়েরা যথেষ্ট গৌরবজনক ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত ছিলো।

গ) কার্যকারণ সম্পর্ক সেভাবে সুস্পষ্ট না হলেও সোনাভান কাব্যে মেয়েদের স্বাধিকারের বিষয়টি খুব বেশি রকম ভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ঘ) আবু হানিফা, যে কিনা অদ্যাবধি কোনো যুদ্ধে পরাজিত হয়নি সে সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হলো সোনাভানের কাছে--তাছাড়া একবার নয়, একাধিক বার।

ঙ) সোনাভানকে পরাস্ত করতে পারেনি আবু হানিফা। বিবি জয়নব সোনাভানের সঙ্গে সমানে সমানে লাড়াই করেছে এবং সমর্তভানের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছে সোনাভান। এটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।--অর্থাৎ পুরুষের পক্ষে নারীকে পরাস্ত করা সম্ভব হয়নি।

চ) আরবি বা ফারসি সাহিত্যেও মেয়েদের এমন বীরত্বের পরিচয় নেই। তবে আল কুরআন এ রাণী বিলকিস ও নবী সুলাইমান (অঃ) এর কাহিনি বর্ণিত আছে। তা সত্ত্বেও কথা থেকেই যায়, এমন অদ্ভূত পরিকল্পনার জন্য কবি কোথা থেকে অনুপ্রেরণা পেলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পুথিসাহিত্যের অপরাপর কাব্যেও নারীর এতখানি ক্ষমতায়নের পরিচয় নেই।

ছ) কারণ যাই হোক, সোনাভান কাব্যে নারীর এই যে ক্ষমতায়ন তার অসামান্যতা নিয়ে সন্দেহের কোনো সন্দেহ নেই। নিজস্ব ক্ষেত্রে কাব্যটি অনন্য।

৪। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, অসম্প্রীতির অনুষঙ্গ

ক) সাম্প্রদাকিতার বিষয়টি আজ আমাদের জীবনের সাথে যেভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছে এই সেদিন পর্যন্ত কিন্তু তেমনিটা ছিল না। উত্তর পলাশির যুদ্ধপর্বে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িকতার ধারণা মাথাচাড়া দিয়েছে।

খ) প্রাক্ পলাশির যুদ্ধ পর্বে অর্থাৎ মুসলমান আমলে কখনো কখনো রাজন্যবর্গ কর্তৃক সভ্রান্ত হিন্দু সমাজ অত্যাচারিত হয়েছে হয়তো। কিন্তু তার কারণ যতটা না ধর্মীয় তার থেকে অনেক বেশি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বলে মনে হয়।

গ) সে যাই হোক, সমাজ জীবনে যদি বা কিছু সাম্প্রদায়িকতা থেকেও থাকে সাহিত্যের অঙ্গনে তার ছায়াপাত ছিল না বললেই চলে। অমুসলিম কবিদের রচনায় দুই এক জায়গায় এর সামান্য ছিটেফোঁটা আছে; কিন্তু মুসলিম কবিদের রচনায় তার স্পর্শ মাত্র নেই।

ঘ) মুসলিম কবিদের রচিত বৈষ্ণব পদাবলী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য উদাহরণ। পাশাপাশি মুসলিম কবিদের রচিত অন্যান্য কাব্যে এমন কী ইসলামি সাহিত্য ধারাতেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল উপস্থাপন আছে। সোনাভান সেদিক থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম।

ঙ) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশ্নে সোনাভান কাব্যের ব্যতিক্রমী অবস্থান অপ্রীতিকর হলেও অস্বাভাবিক নয়। সেদিনের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সর্বোপরি রাজনৈতিক পরিস্থিতি কবিকে এমন কোনো কাব্য রচনা করতে প্রাণিত করেছিল।

চ) উত্তর পলাশির যুদ্ধপর্বের সামাজিক প্রতিবেশে বিপন্ন মুসলমান সমাজ তাদের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকে আশ্রয় করে কোনোক্রমে টিকে থাকার চেষ্টা করছিল। এই প্রেক্ষিতে ঐশ্লামিক জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে অনিবার্যভাবে অমুসলিম ভাবাবেগকে কিছুটা আঘাত করা হয়েছে।

ছ) এমনিতে খোলা চোখে দেখলে স্বীকার করতেই হবে সোনাভান কাব্যে অসম্প্রীতির বাতাবরণ রয়েছে। তবে অনুপুঙ্ক্ষ বিশ্লেষণে প্রতিপন্ন হয়, এখানে আলাদা করে সাম্প্রদায়িক মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতি সম্পর্কিত কোনো নেতিবাচক উচ্চারণ এখানে নেই। বরং স্থানে স্থানে কবি হিন্দু দেব দেবীদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল। কাহিনিগত প্রয়োজনে কাব্যে সোনাভানের, সেইসূত্রে তার আশ্রয় দাতা দেবতাদেরও পতন হয়েছে মাত্র।

জ) অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে যে প্রতিবেশে পুথিসাহিত্য সমূহ রচিত ও পঠিত হয়েছিল তখন সাহিত্যের আসরে সাম্প্রদায়িকতার চর্চা খুব স্বাভাবিক বিষয় ছিল। এই সময় বিপর্যস্ত মুসলমান সমাজ তাদের প্রতিবেশি হিন্দু সমাজের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছিল তা হজম করা মোটেই সহজ ছিল না। তবু তারই মধ্যে পুথিকাব্যকাররা সম্প্রীতির প্রশ্নে আপোষহীন অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করেছিলেন। এই চেষ্টার ফাঁক দিয়ে স্থানে স্থানে যা একটু সাম্প্রদাকিতা মুখ দেখানোর সুয়োগ পেয়েছিল সোনাভান তারই উদাহরণ।

৫। ভাষারীতি

ক) সোনাভান পুথিসাহিত্যধর্মী রচনা। পুথিসাহিত্যের ভাষারীতির একটা নিজস্বতা রয়েছে। বাংলা শব্দের পাশাপাশি পুথি সাহিত্যের ভাষায় থাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে আরবি, ফারসি বা তুর্কি শব্দের ব্যবহার।

খ) পুথিসাহিত্যের এই যে বিশেষ ধরণের ভাষারীতি তা আপেক্ষিক বা তাৎক্ষণিক বিষয় নয়। এক বিশেষ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এমনটা হয়েছিল এবং একটা সময়ে এটাই ছিল বাংলা সাহিত্যের সাধারণ ভাষারীতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতচন্দ্রের সেই উক্তি--অতএব কহি ভাষা জাবনি মিশাল। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেছেন, যদি পলাশির যুদ্ধের পরিণতি অন্যরকম হতো তবে পুথিসাহিত্যের ভাষা বাংলা সাহিত্যের সাধারণ ভাষারীতিতে পরিণত হতে পারতো।

গ) উত্তর পলাশির যুদ্ধপর্বে বাংলা ভাষা নিয়ে নতুন করে যে ভাঙাগড়া হয় তার প্রেক্ষিতে পুথিসাহিত্যের ভাষা এর স্বাভাবিকতা হারিয়ে সম্পূর্ণ কৃত্তিম একটি কাব্যভাষায় পরিণত হয়।

ঘ) পুথিসাহিত্যের ভাষা নিয়ে উত্তরকালে যারা আলোচনা করেছেন তাঁরা কেউই প্রায় এই ভাষারাতীকে বিশেষ প্রীতির চোখে দেখেন নি। এক্ষেত্রে তাঁদের এমন নেতিবাচক অবস্থানের নেপথ্য কারণ যতটা না শৈল্পিক তার থেকে অনেক বেশি সামাজিক বলে আমাদের মনে হয়। পরিবর্তিত আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতের কারণেই তাঁরা পুথিসাহিত্যের ভাষারীতির প্রতি বিশেষ প্রীত হতে পারেননি।

ঙ) পুথিসাহিত্যের ভাষার সাধারণ পাঠ ও সোনাভান কব্যের ভাষারীতির নিবিড় পাঠ নিয়ে আমাদের মনে হয়েছে সামাজিক মূল্যবোধের দিক থেকে দেখলে এর মূল্য যাই হোক না কেন বিষয়টির শৈল্পিক মূল্য কিন্তু অসামান্য।

চ) আজকের দৃষ্টিতে দেখলে আরবি-ফারসি শব্দ বহুল এই ভাষারীতিকে কেমন কেমন বলে মনে হলেও মনে রাখতে হবে সেদিন কিন্তু কাব্যটি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছিল। আর এই জনপ্রিয়তা অবশ্যই এর ভাষারীতি নিরপেক্ষ সত্য ছিল না। জনগণ এর ভাষারীতি সহ কাব্যটিকে ভালোবেসেছিল; এর স্বাদ গ্রহণ করেছিল। বোঝায়ায়, আজকে যে ভাষারীতি আমাদের একান্ত অস্বাভাবিক বলে মনে হয় একদিন সেটাই নিতান্ত সাধারণ বিষয় ছিল। তা না হলে সাধারণ মানুষ কিছুতেই এই ভাষারীতিকে গ্রহণ করতো না।

ছ) শব্দের বৈচিত্র্য কাব্যভাষার ক্ষেত্রে অবশ্যই কোনো নেতিবাচক দিক নয়। বরং শব্দ-বৈচিত্র্য ভাষা মাত্রের জন্য বিরাট সম্ভাবনাময় অধ্যায়। পুথিসাহিত্যে ব্যবহৃত আরবি, ফারসি শব্দও এর ব্যতিক্রম নয়।

জ) শব্দের বৈচিত্র্য আনয়নের ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো, তা যেন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং তা থেকে কাব্যরস উৎসারিত হতে পারে। পুথি সাহিত্যের ভাষারীতিতে সেদিক থেকে কোনো বিচ্যুতি নেই। ভাষা এখানে কাব্যের বিষয় ও ভাবকে সার্থকভাবে ধারণ করেছে; চরিত্র সমূহও ভাষার আশ্রয়ে জীবন্ত রূপ লাভ করেছে।

ঝ) আরবি, ফারসি শব্দসমূহকে বাংলা শব্দের সঙ্গে সামঞ্জ্যপূর্ণ করে ব্যবহার করাতে এক্ষেত্রে কবির সাফল্য প্রশ্নাতীত। (বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে দেখাতে হবে কবি কীভাবে বাংলার সঙ্গে আরবি, ফারসি শব্দের সার্থক সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

ঞ) সোনাভান কাব্যে এমন অনেক পংক্তি বা কাব্য ভাষা আছে যেখানে একটিও আরবি-ফারসি শব্দ নেই। আগাগোড়া বাংলা ভাষার একান্ত নিজস্ব শব্দের আশ্রয়ে গড়ে তোলা হয়েছে কাব্য ভাষার শরীরকে। (উদাহরণ ও ব্যাখ্যা)

ট) বিশুদ্ধ বাংলা শব্দনির্ভর এক একটি পংক্তি অসামান্য কাব্যরসকে ধারণ করেছে। (উদাহরণ ও ব্যাখ্যা)

ঠ) অর্থাৎ উত্তরকালে পুথিসাহিত্যের ভাষারীতি নিয়ে পণ্ডিতজনরা সে সিদ্ধান্ত করেছেন, এই ভাষারীতি সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করেছেন তা খুব বস্তুনিষ্ঠ বা যুক্তিযুক্ত নয়। উল্লেখ্য, শুধু সোনাভান কাব্যে নয়, সোনাভান সুলভ ভাষারীতির কমবেশি অনুবর্তন আছে সমগ্র পুথিসাহিত্যে। কাজেই কারও বলে দেওয়া বা কোনো পূর্ব নির্দিষ্ট ধারণার প্রেক্ষিতে পুথিসাহিত্যের মূল্যায়ন না করে খোলা চোখ নিয়ে গোটা বিষয়টি পর্যালোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। সেই অনুসারে পুথিসাহিত্যের ভাষারীতির নতুন ভাষ্য রচনা এখন আমাদের ঐতিহাসিক দায়।